

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে এসেছ নিজেদের চরিত্র সংশোধন করার জন্য, তোমাদের চরিত্র এখন দৈবীগুণ সম্পন্ন করে তুলতে হবে"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমাদের চোখ বন্ধ করে বসার জন্য কেন নিষেধ করা হয় ?

উত্তর :- কেননা দৃষ্টি দ্বারা মোহিত করেন যিনি সেই বাবা তোমাদের সম্মুখে । যদি চোখ বন্ধ থাকে তবে মোহিত হবে কীভাবে । স্কুলে চোখ বন্ধ করে বসতে নেই । চোখ বন্ধ থাকলে আলস্য আসবে । তোমরা বাচ্চারা তো এই স্কুলে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করছ, এই পঠন-পাঠন হল সোর্স অফ ইনকাম । পদ্ম গুণ সম (লক্ষ কোটি গুণ) লক্ষ উপার্জন প্রাপ্তি হচ্ছে, উপার্জন করতে গিয়ে আলস্য, উদাসীনতা আসা উচিত নয় ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা তো জানে রুহানী বাবা পরমধাম থেকে এসে আমাদের পড়াচ্ছেন । কি পড়াচ্ছেন ? বাবার সাথে আত্মার যোগযুক্ত হওয়ার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন, যাকে স্মরণের যাত্রা বলা হয় । বাবা এও বলেছেন -- বাবাকে স্মরণ করতে করতে মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা তোমরা পবিত্র হয়ে নিজেদের পবিত্র শান্তিধামে পৌঁছে যাবে । কত সহজভাবে বুঝিয়েছেন । নিজেকে আত্মা মনে করে যদি নিজের প্রিয় অনন্ত জগতের পিতাকে স্মরণ করো, তবে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের যে পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে, তা ভস্মীভূত হতে থাকবে । একেই বলা হয় যোগ অগ্নি । এ হলো ভারতের প্রাচীন রাজযোগ, যা বাবা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে শিখিয়ে থাকেন । অনন্ত জগতের পিতা এই ভারতে, সাধারণ শরীরে ( ব্রহ্মা বাবা ) প্রবেশ করে তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলেন । এই স্মরণ দ্বারাই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে। কেননা বাবা হলেন পতিত-পাবন এবং সর্বশক্তিমান । তোমাদের আত্মা রূপী ব্যাটারি এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে । যা সতোপ্রধান ছিল এখন তাকে পুনরায় সতোপ্রধান কীভাবে করে তুলবে, যাতে তোমরা সতোপ্রধান দুনিয়াতে যেতে পার বা শান্তিধামে ঘরে ফিরে যেতে পার । বাচ্চাদের এটা খুব ভালোভাবে স্মরণে রাখা উচিত । বাবা বাচ্চাদের এই ডোজ দিচ্ছেন, এই স্মরণের যাত্রা তোমরা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে করতে পার । যতটা সম্ভব গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্মফুলের মতো পবিত্র থাকতে হবে । বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর সাথে সাথে দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। কেননা, দুনিয়াতে বসবাসকারীদের হল আসুরি চরিত্র । তোমরা বাচ্চারা এখানে এসেছ দৈবী চরিত্র গড়ে তুলতে । এই লক্ষী-নারায়ণের চরিত্র খুব মিষ্টি ছিল । ভক্তি মার্গে ওদেরই মহিমা গাওয়া হয়েছে । ভক্তি মার্গ কবে থেকে শুরু হয়েছে, এটা কারও জানা নেই । এখন তোমরা বুঝেছ আর রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে, এটাও এখন জেনেছ । বাচ্চারা, তোমাদের এই সম্পূর্ণ নলেজ বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । যখন জান যে আমরা স্তানের সাগর রুহানী বাবার সন্তান, এখন রুহানী বাবা আমাদের শিক্ষা প্রদান করতে এসেছেন । এটাও জান যে ইনি কোনও সাধারণ পিতা নন । ইনি হলেন অসীম জগতের রুহানী পিতা যিনি আমাদের পড়াতে এসেছেন । ওঁনার নিবাস স্থান হল ব্রহ্মলোকে । সবার লৌকিক পিতা তো এখানেই । বাচ্চাদের এটা দৃঢ়তার সাথে নিশ্চয় হওয়া উচিত -- আমরা আত্মাদের শিক্ষা প্রদানকারী পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি অনন্ত অসীম জগতের পিতা। ভক্তি মার্গে লৌকিক পিতা থাকা সত্ত্বেও পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করে । ওঁনার যথার্থ নাম শিব । বাবা স্বয়ং বুঝিয়ে বলেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমার একটাই নাম শিব। যদিও

অনেক নামে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছে, কিন্তু সেসবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। আমার একটাই যথার্থ নাম, তা হল শিব । তোমরা বাচ্চাদের আত্মা-ই বলা হয়, শালিগ্রাম বললেও কোনও ভুল নেই । অসংখ্য শালিগ্রাম আছে, কিন্তু শিব একজনই । তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা, বাকি সবাই তাঁর সন্তান । এর আগে তোমরা ছিলে লৌকিক (হদের) সন্তান, লৌকিক পিতার কাছে থাকতে । জ্ঞান তো ছিল না । সুতরাং অনেক রকমের ভক্তি করতে । অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করেছে, দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয়। রাবণ রাজ্যও ঐ সময় থেকে শুরু হয়েছে । এ হলো অতি সহজ বিষয় । কিন্তু এতো সহজ কথাও খুব কম জনই বুঝতে পারে । রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছিল, এটাও কেউ জানে না । তোমরা মিষ্টি বাচ্চারা জান-- বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর । যা ঔঁনার কাছে আছে তাই তিনি এসে বাচ্চাদের দিয়ে থাকেন । শাস্ত্র তো ভক্তি মার্গের জন্য ।

এখন তোমরা বুঝেছ -- জ্ঞান, ভক্তি তারপর হলো বৈরাগ্য । এই ৩ টিই হলো প্রধান । সন্ন্যাসীরা ও জানে জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্য । কিন্তু সন্ন্যাসীদের হলো নিজেদের সসীম বৈরাগ্য । ওরা অনন্ত জগতের বৈরাগ্য সম্পর্কে শেখাতে অপারগ । দুই প্রকারের বৈরাগ্য আছে -- এক হলো সীমিত বৈরাগ্য, অপরটি হলো অনন্ত জগতের বৈরাগ্য । ওটা হলো হঠযোগী সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য । এ হলো অনন্ত জগতের বৈরাগ্য । তোমাদের হলো রাজযোগ, ওরা ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়, সুতরাং ওদের সন্ন্যাসী নাম দেওয়া হয় । হঠযোগী ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায় পবিত্র থাকার জন্য । এটাও ভালো । বাবা বলেন -- ভারত তো পবিত্র ছিল । এর মতো পবিত্র খন্ড আর কিছু হয় না । ভারতের এতো উচ্চ মহিমার কথা ভারতবাসীরা নিজেরাই জানে না । বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে সব কিছু ভুলে যায় অর্থাৎ নাস্তিক আর অনাথ হয়ে যায় । সত্যযুগে কত সুখ-শান্তি ছিল । এখন কত দুঃখ-অশান্তি ! মূলবতন-ই তো হল শান্তিধাম, যেখানে আমরা আত্মারা বাস করি । আত্মারা নিজের ঘর থেকে এখানে আসে অসীম জগতের ভূমিকা পালন করতে । এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন অনন্ত জগতের পিতা আসেন নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাবা এসে উত্তম থেকে উত্তম (শ্রেষ্ঠতম) করে তোলেন । ঔঁনাকে উচ্চতমের থেকেও উচ্চ - ভগবান বলা হয় । কিন্তু তিনি কে, কাকে বলা হয়, এসব কিছুই জানে না । একটা বড় লিঙ্গ রেখে দিয়েছে । ভেবেছে এই লিঙ্গই নিরাকার পরমাত্মা । আমরা আত্মাদের পিতা তিনি -- মানুষ এটাও বোঝে না, শুধুই পূজা করে। সবসময় শিববাবা বলেন, রুদ্র বাবা বা বাবুলনাথ বাবা বলবে না । তোমরা লিখেও থাক শিববাবা স্মরণ আছে ? এই স্লোগান ঘরে-ঘরে লাগানো উচিত- শিববাবাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে। কেননা পতিত-পাবন একজনই - বাবা । এই পতিত দুনিয়াতে একজনও পবিত্র হতে পারে না। আবার পবিত্র দুনিয়াতেও একজনও পতিত থাকে না । শাস্ত্রে তো সব জায়গায়ই পতিত বলে লেখা আছে । ত্রেতাতেও বলে দেয় রাবণ ছিল, সীতাকে হরণ করা হয়েছিল । কৃষ্ণের সাথেও কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি দেখানো হয়েছে । কৃষ্ণের উপর কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে । সত্যযুগে এসব হতেই পারে না । কত মিথ্যে কলঙ্ক দেওয়া হয়েছে । বাবার উপরও কালিমা লেপন করেছে, দেবতাদের উপরেও কালিমা লেপন করা হয়েছে । সবারই গ্লানি করতে থাকে । সুতরাং এখন বাবা বলছেন, এ হলো স্মরণের যাত্রা, আত্মাকে পবিত্র করে তোলার । পবিত্র হয়ে তারপর পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে । বাবা ৮৪ চক্রও ব্যাখ্যা করেছেন । এখন তোমাদের এটা হল অন্তিম জন্ম, তারপর ঘরে ফিরে যেতে হবে । ঘরে তো শরীর যাবে না । সব আত্মাকে যেতে হবে। সেইজন্য মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে বসো, নিজেকে দেহ মনে কোরো না । সত্যসঙ্গে তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে বসো । এখানে বাবা বলেন - দেহী -অভিমানী হয়ে

বসো । যেমন আমার মধ্যে সংস্কার আছে - আমি জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর ইত্যাদি... বাচ্চারা, তোমাদেরও এমন হতে হবে । তিনি অসীম জগতের পিতা এবং সীমিত জগতের পিতার মধ্যে বৈসাদৃশ্যও ব্যাখ্যা করেছেন । অনন্ত জগতের পিতা বসে তোমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান বুঝিয়ে বলেন । আগে তোমরা জানতে না। এখন সৃষ্টি চক্র কীভাবে ঘোরে, এর আদি-মধ্য-অন্ত এবং চক্রের আয়ু কত সব বুঝিয়ে দেন। ভক্তি মার্গে তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর শুনিযে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হয়েছে । অবনতির দিকেই নেমে এসেছে । বলাও হয়ে থাকে যত আমরা ভক্তি করব ততই পিতাকে টানব । বাবা এসে আমাদের পবিত্র করে তোলেন । বাবাকে টেনে আনে ( আহ্বান করে ,ডাকে) কেননা পতিত হয়ে বড়ই দুঃখী হয়ে পড়ে । তারপর বলে আমরা বাবাকে আহ্বান করি। বাবাও তখন দেখেন বাচ্চারা সম্পূর্ণ দুঃখী হয়ে তমোপ্রধান হয়ে গেছে, ৫ হাজার বছর পূর্ণ হওয়ার পর তবেই তিনি আসেন । এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন পুরানো দুনিয়ার জন্য নয় । তোমাদের আত্মা তা ধারণ করে সাথে নিয়ে যাবে । যেমন আমি জ্ঞানের সাগর, তোমরাও তেমনি জ্ঞানের নদী । এই নলেজ এই দুনিয়ার জন্য নয় । এই দুনিয়া তো ছিঃছিঃ, শরীরও ছিঃছিঃ হয়ে গেছে, একে তো ত্যাগ করতে হবে। শরীর তো এখানে পবিত্র হতে পারে না । আমি হলাম আত্মাদের পিতা । আত্মাদের পবিত্র করে তুলতে এসেছি । এইসব বিষয় মানুষ তো কিছুই জানে না । সম্পূর্ণ পাথর বুদ্ধি পতিত হয়ে গেছে। আর সেইজন্যই গেয়ে ওঠে পতিত-পাবন.....। আত্মাই পতিত হয়ে গেছে । আত্মাই সবকিছু করে। ভক্তিও আত্মাই করে, শরীরও আত্মাই ধারণ করে।

এখন বাবা বলেন, আমি তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের নিয়ে যেতে এসেছি । আমি অনন্ত জগতের পিতা, আত্মারা তোমাদের আহ্বান শুনেই এসেছি, তোমরা কতো ডেকেছ । এখনও পর্যন্ত আহ্বান করে বলে -- হে পতিত-পাবন, ও গডফাদার তুমি এসে যদি এই পুরানো দুনিয়ার দুঃখ থেকে, শয়তান থেকে মুক্ত করো, তবে আমরা সবাই ঘরে ফিরে যাব । আর তো কেউ জানেই না-- আমাদের ঘর কোথায়, ঘরে কিভাবে যাব, কবে যাব । মুক্তিতে যাওয়ার জন্য কত মাথা ঠোঁকে, কত গুরু করে । জন্ম-জন্মান্তর ধরে মাথা ঠুঁকে এসেছে । ঐ সব গুরুরা জীবন মুক্তির সুখকে তো জানেই না । ওরা শুধুই মুক্তি চায় । বলেও থাকে বিশ্বে শান্তি কিভাবে হবে ? সন্ন্যাসীরাও মুক্তিকেই জানে, জীবন মুক্তিকে জানেনা । কিন্তু মুক্তি-জীবনমুক্তি দুইয়েরই অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবা-ই প্রদান করে থাকেন । তোমরা যখন জীবনমুক্তিতে থাক বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যায় । এখান তোমরা বাচ্চারা নলেজ গ্রহণ করছো, তা হওয়ার জন্য । তোমরাই সবচেয়ে বেশি সুখ দেখেছ তারপর সবচেয়ে বেশী দুঃখও তোমরা দেখেছ । আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের তোমরাই ছিলে, তারপর ধর্ম-ব্রষ্ট, কর্ম-ব্রষ্ট হয়ে গেছ । তোমরা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের ছিলে, এই লক্ষী-নারায়ণও পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের । ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া এটা সন্ন্যাসীদের ধর্ম । সন্ন্যাসীরা প্রথমে খুব ভালো ছিল, তোমরাও প্রথমে ভালো ছিলে, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছ । বাবা বলেন এটাই ড্রামার খেলা । বাবা বোঝান -- এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন হলো নতুন দুনিয়ার জন্য । পতিত শরীর, পতিত দুনিয়ায় ড্রামানুসারে আমাকে আবার ৫ হাজার বছর পরে আসতে হয় । না কল্প লক্ষ বছরের, না আমি সর্বব্যাপী । তোমরা তো আমার গ্লানি করে আসছ, তারপরও আমি তোমাদের উপকার করি । শিববাবার যত গ্লানি করা হয়েছে, তেমনটা আর কারও ক্ষেত্রে হয়নি। যে বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন তাঁকেই তোমরা বলো সর্বব্যাপী । যখন গ্লানির সীমা অতিক্রম করে, তখনই আমি এসে উপকার করি । এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, কল্যাণকারী যুগ । যখন তোমাদের পবিত্র করে তুলতে আসি। পবিত্র বানানোর জন্য কত সহজ উপায় বলে দেন । তোমরা ভক্তি মার্গে

অনেক ধাক্কা খেয়েছ, পুকুরেও স্নান করতে গেছ । ভেবেছ এর দ্বারাই পবিত্র হয়ে যাব । এখন কোথায় সেই জল আর কোথায় পতিত-পাবন পিতা । ওসব হলো ভক্তি মার্গ, এ হলো জ্ঞান মার্গ । মানুষ কত ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে । কুস্কর্ণের ঘুমে শুয়ে আছে । এ তো তোমরা জান -- গাওয়াও হয়ে থাকে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বিনাশ ডেকে আনে । এখন তোমাদের নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রীতবুদ্ধি । এখনও সম্পূর্ণ প্রীত বুদ্ধি নয়, কেননা মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয় । এ হলো ৫ বিকারের লড়াই । পাঁচ বিকারকে রাবণ বলা হয় । রাবণের উপর গাধার মস্তক দেখানো হয়েছে ।

বাবা এও বুঝিয়েছেন -- স্কুলে কখনও চোখ বন্ধ করে বসা উচিত নয় । ওটা তো ভক্তি মার্গে বলা হয় যে চোখ বন্ধ করে ভগবানের স্মরণে বসো । এখানে তো বাবা বলেন এটা হল স্কুল । শুনেওছ দৃষ্টি দ্বারা মোহিত করে সব কিছুই উল্লেখ নিয়ে যান। তাই তো বলা হয় ইনি জাদুগর । সে তো গানও আছে । দেবতারাও দৃষ্টি দ্বারা মোহিত হয়ে যায় । দৃষ্টি দ্বারা মানুষকে দেবতা করে তোলেন যিনি, তিনি তো জাদুগরই হলেন, তাই না । বাবা বসে আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ করছেন আর বাচ্চারা চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে তাকে কি বলবে ! স্কুলে চোখ বন্ধ করে বসতে নেই । নয়তো আলস্য আসে, পড়াশোনা হল সোর্স অফ ইনকাম । লক্ষ্য কোটি গুণ (পদ্ম গুণ সম) উপার্জন । উপার্জন করতে বসে কখনও হাই তুলতে নেই । আত্মাদের এটা সংশোধন করা উচিত । এটাই প্রধান লক্ষ্য যা সম্মুখে রয়েছে (সামনের লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি) । তাদের রাজধানী দেখতে হলে দিলওয়ারা মন্দিরে যাও । ওটা হলো জড়, আর এ হলো (মধুবন) চৈতন্য দিলওয়ারা মন্দির । এখানে দেবতারাও আছে, স্বর্গও আছে (যদিও এখন তারা পুরুষার্থী রূপে রয়েছে) । সবার সঙ্গতি দাতা আবুতেই আসেন, সেইজন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ হলো আবু । ধর্ম স্থাপক বা গুরু যারাই আছে, সবারই সঙ্গতি বাবা এখানে এসেই করেন । এটাই হল সবচেয়ে বড় তীর্থ, কিন্তু গুপ্ত রূপে । একে কেউ-ই জানে না । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১ ) যে সংস্কার বাবার মধ্যে আছে, সেই সংস্কারই ধারণ করতে হবে । বাবার সমান জ্ঞানের সাগর হতে হবে । দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে ।

২ ) আত্মা রূপী ব্যাটারিকে সতোপ্রধান করে তোলার জন্য চলতে-ফিরতে স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে । দৈবী চরিত্র ধারণ করতে হবে । খুব মিষ্টি হতে হবে (আচার ব্যবহারে)।

বরদান :- জ্ঞান ধন দ্বারা প্রকৃতির সব সাধন (সুযোগ সুবিধার সব উপকরণ) প্রাপ্তকারী পদ্ম পদম পতি ভব

জ্ঞান ধন (সম্পদ) স্বাভাবিকভাবেই স্থূল ধনের প্রাপ্তি করিয়ে থাকে । যেখানে জ্ঞান ধন আছে, সেখানে প্রকৃতিও দাসী হয়ে যায় । জ্ঞান ধন দ্বারা প্রকৃতির সব সাধন স্বাভাবিক ভাবেই প্রাপ্ত হতে

থাকে আর সেইজন্যই জ্ঞান ধন সর্ব ধনের ( সর্ব সম্পদের) রাজা । যেখানে রাজা আছে সেখানে সর্ব স্বাচ্ছন্দ্য স্বয়ংক্রিয় ভাবেই প্রাপ্ত হয় । এই জ্ঞান ধনই পদ্ম পদমপতি বানাতে পারে, পরমার্থ আর তার ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত করিয়ে থাকে । জ্ঞান ধনের মধ্যে এতটাই শক্তি আছে যে অনেক জন্মের জন্য রাজারও রাজা ( সম্রাট) বানিয়ে দেয় ।

স্লোগান :- আমি আত্মা "কল্প-কল্পের বিজয়ী"-- এই আধ্যাত্মিক (রূহানী) নেশা জাগলে মায়াজীত হতে পারবে ।